MAY 30 200

# দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৬.....

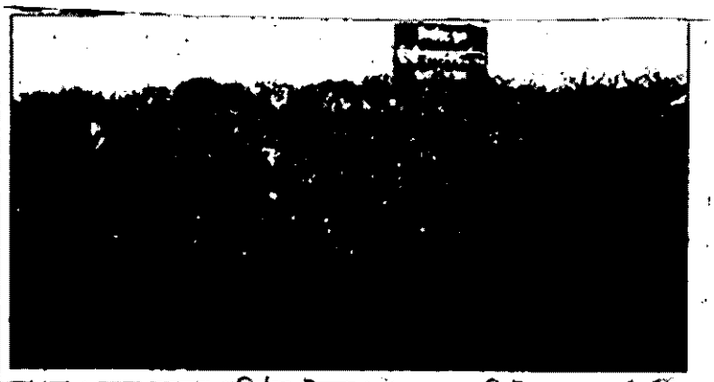



মাগুরা : নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মাগুরায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের ইট ভাটায় সাইন বোর্ড লাগানোর দৃশ্য -ইনকিলাব

## সরকারী নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মাগুরায় বেসরকারী কলেজ স্থাপনের হিড়িক

**মোঃ সাইদুর রহমান ॥** যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীন সকল প্রকার বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে মাগুরা জেলায় বেসরকারী কলেজ স্থাপনের হিড়িক চলছে। সরকারী খাস জমি, পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিত্যক্ত ইটের ভাটায় বা এলাকার কোন দানশীল ব্যক্তির দানের জমিতে প্রথমে সাইন বোর্ড, ধর্নাঢ্য ব্যক্তির অনুদানে কোন রকমের টিনসেড, তারপর ডোনেশনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের উৎস হিসেবে শিক্ষক নিয়োগ করে তদবিরের জন্য বেরিয়ে পড়লেই শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতি। অথচ তিন মাইলের মধ্যে কোন কলেজ স্থাপনের সরকারী নিষেধাজ্ঞা, খেলাধুলার উপযোগী মাঠ, উপজেলা সদরে একাধিক কলেজ প্রতিষ্ঠায় নিষেধাজ্ঞা, কলেজ ফান্ডে পর্যাপ্ত অর্থসহ নানাবিধ নিষেধাজ্ঞার সাথে কলেজকে তিন বছর অতিক্রান্ত হবার যোগ্যতা অর্জনের পর সরকারী অনুদান পাওয়ার কথা। কিন্তু তদবিরের জোরে সকল নিয়মনীতি উপেক্ষা করে শিক্ষা বোর্ড এসব গজিয়ে ওঠা কলেজগুলোকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। স্বীকৃতির পর কলেজগুলো সরকারী অনুদানও পাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত পুরান কলেজগুলো।

মাগুরা জেলা দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে তৃতীয় ক্ষুদ্রতম জেলা। অন্যান্য দিকে জেলায় তেমন কোন উন্নয়ন না হলেও মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে জেলায় কলেজের সংখ্যা ১৭টিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া দু'টি কলেজিয়েট স্কুলও স্থাপিত হয়েছে। আরো কলেজ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

দেশ স্বাধীন হবার পূর্বে জেলায় মাত্র ১টি কলেজ ছিল। যত্রতত্র, নিয়মনীতি বহির্ভূত কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যশোর শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের উৎকোচ গ্রহণ, রাজনৈতিক নেতাদের রাজনৈতিক ফায়দা লুটা দায়ী বলে অভিযোগ রয়েছে। নতুন গজিয়ে ওঠা অনেক কলেজই শিক্ষা বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুমতি না নিয়েই ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি এবং কার্যক্রম শুরু করে। তারা ধরে নেয় বোর্ডের অনুমতি পাবেই এবং ঘটনাও তাই হয়।

কলেজ স্থাপনে শিক্ষা বোর্ডের নিয়মনীতি উপেক্ষার কারণে কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকায় পুরান কলেজগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

নকল করার সুযোগের আশায় নতুন কলেজে ছাত্র-ছাত্রীরা ভিড় জমাচ্ছে। ফলে পুরান সুন্দর পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণকারী কলেজগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ এবং ভাল কলেজগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে।